সোভিয়েট ইউনিয়নে কেন এই পরিবর্তন

রেজোয়ান সিদ্দিকী

সোভিয়েট ইউনিয়নে কেন এই পরিবর্তন

রেজোয়ান সিদ্দিকী

www.pathagar.com

স্বত্ব ঃ কামরুননাহার খানম

প্রথম প্রকাশ
১ অক্টোবর, ১৯৯১

প্রকাশক ঃ
শিল্পতরু
২৯১ সোনারগাঁও রোড
ঢাকা-১২০৫

মুদ্রাকর ঃ
বর্ণ বিন্যাস
৪৪ আরামবাগ
ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৪১২৯০২

প্রচ্ছদ ঃ
সৈয়দ লুৎফুল হক

দাম ঃ
দশ টাকা

WHY THIS CHANGE IN THE SOVIET UNION by
REZWAN SIDDIQUI.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রফেসর জেফরী হ্যারোড

প্রফেসর আনাতোলি বুশিগিন

DEDICATED TO

PROFESSOR JEFFREY HARROD

PROFESSOR ANATOLY BUSHIGIN

www.pathagar.com

রেজোয়ান সিদ্দিকীর আরও বই

১। কথামালার রাজনীতি ১৯৭২-৭৯
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
২। ভুল জ্যোৎস্নায় পদলেহন
৩। প্যাপিলন
৪। পালাও জুলিয়া
৫। রাসপুটিন
৬। শূন্যতায় হাত
৭। চীন ভেতর থেকে বদলে যাচ্ছে
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
৮। পূর্ণগ্রাস
৯। এখানে দাঁড়িয়ে আছি
১০। রোদের পিপাসা

www.pathagar.com

ভূমিকা

সোভিয়েট ইউনিয়নে যাবার সুযোগ হয়েছিল হল্যান্ড থেকে। হেগ শহরের 'ইন্সটিটিউট অব সোশাল স্টাডিজ'-এ (আইএসএস) 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও উন্নয়ন' বিষয়ে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে যোগ দিতে হল্যান্ড ছিলাম সেপ্টেম্বর '৯০ থেকে এপ্রিল '৯১ পর্যন্ত। এই কোর্সের অংশ হিসাবে শিক্ষা সফরে গিয়েছিলাম মস্কো। ১ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত আমরা ছিলাম মস্কোর 'ইন্সটিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস'-এ (আইএসএস)। মস্কোর ওই ইন্সটিটিউটে সাধারণত প্রকাশ্যে বা গোপনে বৃত্তি দিয়ে আনা হয় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির নির্বাচিত ছাত্রদের। রাজনীতি-অর্থনীতিসহ সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সেখানে।

মস্কোর আইএসএস-এ আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের সাম্প্রতিক পরিবর্তন। মিখাইল গরবাচেভের পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্ত নীতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রধানত ইন্সটিটিউটের নবীন-প্রবীণ অধ্যাপকেরা বক্তৃতা দিয়েছেন নির্ধারিত বিষয়ে। বক্তৃতা শেষে মুক্ত আলোচনার আয়োজন ছিল প্রতিটি বিষয়ে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সকল প্রশ্নের জবাব মেলেনি। অনেক সময় একটি বিষয়ের ওপর ৭/৮ জন অধ্যাপক বক্তৃতা দিয়েছেন। আমরা নতুন প্রশ্ন করতে পারিনি। কখনও কখনও প্রশ্নোত্তরের এই ধারাকে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল বলে মনে হয়েছে।

www.pathagar.com

তা ছাড়া আমরা প্রশ্ন করেছি ইংরেজীতে। তারা ইংরেজী বোঝেন। কিন্তু জবাব দিয়েছেন রুশ ভাষায়। দোভাষীরা তা আবার অনুবাদ করেছেন ইংরেজীতে। তাতেও সময় নষ্ট হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত একটানা আলোচনা। বিকালে কোন দর্শনীয় স্থানে যাওয়া কিংবা অন্য কোথায়ও আলোচনা বা মত বিনিময়ের ব্যবস্থা।

এর মধ্য দিয়েই সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজ জীবন সম্পর্কে দেখা এবং জানার প্রয়াস। ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্যর্থ হয়ে গেছে কট্টরপন্থীদের সামরিক অভ্যুত্থান। এই পুস্তিকায় যে অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি, তার ভেতরে সোভিয়েট ইউনিয়নের এই পরিবর্তনের সূত্র পেতে পারেন পাঠকরা। সে উদ্দেশ্যেই এই পুস্তিকার অবতারণা। এখানকার লেখাগুলো এর আগে দৈনিক বাংলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

রেজোয়ান সিদ্দিকী
১ অক্টোবর, ১৯৯১

www.pathagar.com

১. প্রচন্ড শীত, বিষণ্ন মানুষ আর সহ্যের সীমানা

আমরা যখন মস্কোর প্রায়ান্ধকার বিমান বন্দরে প্রবেশ করলাম তখন মস্কো সময় রাত আটটা। বিমান বন্দরের অনুজ্জ্বল আলোর ভেতরে শুধুমাত্র ডিউটি-ফ্রি শপই জ্বলজ্বল করছিল। আর সব অন্ধকার। পহেলা মার্চ, উনিশ শ' একানব্বই। ডিউটি-ফ্রি শপের পাশে নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা ঘুরঘুর করছিল। তাদের কারও হাতে মস্কোতে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হেনিকেন বিয়ারের ক্যান, কারও হাতে মূল্যবান প্রসাধনী। কেউ কেউ শুধুই ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন দুর্লভ বিলাস সামগ্রী।

আমরা কনভেয়র বেল্টের সামনে অপেক্ষায় ছিলাম- কখন ব্যাগ আসে। তার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ব্যাগের প্রতীক্ষায় আমাদের আগ থেকেও বহু লোক বসেছিলেন মেঝেতে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। এক সময় ব্যাগ এল। ট্রলী আনতে যেতেই একজন পোর্টার থামিয়ে দিলেন। বললেন, এক ডলার। কেন? জবাবে জানলাম ট্রলির ভাড়া। অন্য কোন বিমান বন্দরে ট্রলির জন্য পয়সা দিতে হয় কিনা জানি না। নিজে দেখিনি। এক ডলার দিয়ে ট্রলী মিলল। তখনও চেকিং কাউন্টারে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আমরা ঘুরে ফিরে ডিউটি-ফ্রি শপের মাল সামান দেখতে থাকলাম। সব কিছুর দাম রুবল-এ লেখা। কিন্তু রুবল-এ কিছুই কেনা যায় না। আপনি যা কিছুই কিনতে চান না কেন, হার্ড কারেন্সীতে মূল্য পরিশোধ করতে হবে- ডলার, পাউন্ড, জার্মান মার্ক, ডাচ গিল্ডার কিংবা জাপানী ইয়েন। আমাদের এক বন্ধুর কাছে সোভিয়েট রুবল ছিল। তিনি এসেছিলেন কিউবা থেকে। কিউবা সোভিয়েট সাহায্যের সবচেয়ে বড় অংশীদার। ডিউটি-ফ্রি শপে কর্মরত মহিলা বললেন, রুবল চলবে না, অন্য কোন কারেন্সী দিন। রুবল কেন চলবে না এ নিয়ে ভদ্রমহিলা কোন প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী ছিলেন না।

ততক্ষণে চেকিং কাউন্টারের লোকজন এসে হাজির হলেন। দীর্ঘ লাইন। প্রতিটি লোকের পাসপোর্ট, ভিসা এবং ব্যাগের জিনিসপত্র এমন কি টুথপেস্ট পর্যন্ত টিপে টিপে চেক করতে দীর্ঘ সময় লাগল। সে অবস্থা বোধ করি এরোফ্লোটের বিমানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

হল্যাণ্ডের শিফোল বিমানবন্দর থেকে যখন এরোফ্লোটের বিমানে চড়লাম, তখনই মনে হল কোথায় যেন ব্যবস্থাপনার একটা ত্রুটি আছে। এয়ার হোস্টেসের মুখে স্বাভাবিক হাসি ছিল না। অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে বললেন, 'গুড ইভনিং, আপনার পছন্দমত আসন খুঁজে নিন।' সে আসন খুঁজতে গিয়ে এক তুলকালাম কাণ্ড। প্লেনের এ প্রান্ত থেকে ও পর্যন্ত ছুটাছুটি। শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে একটা জায়গা মিলল। আমরা ছিলাম ১৬ জন। একসঙ্গে টিকিট করেছিলাম, চেক ইন করেছিলাম। কিন্তু সেভাবে সীট পাওয়া গেল না। বিমানে খাবার দিতে যারা এলেন, তারাও মনে হল শুধুমাত্র দায়িত্বই পালন করছেন, সেবার মনোভাব নেই। গোটা ফ্লোর নানারকম জঞ্জালে ভর্তি। প্লেনের বেসিনও ভাঙাচোরা, নোংরা। পানি নেই। বিমানে রুশ যাত্রীর সংখ্যাই বেশী ছিল। বয়স্কদের গাম্ভীর্য আর তরুণদের চাঞ্চল্যে মুখরিত ছিল বলা যায়।

মস্কোর ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সস (আইএসএস)-এর আমন্ত্রণে আমরা গিয়েছিলাম হল্যান্ডের ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজের (আইএসএস) প্রশিক্ষণার্থীরা। সেদিন মস্কোর তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিমান বন্দরে চেকিং কাউন্টারে দীর্ঘক্ষণ সময় গেল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সকল কিছু খুলে খুব সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে পরীক্ষা করলেন। কোন কোন সামগ্রী দুবার। কাউকে কাউকে নানা ধরনের প্রশ্ন করলেন। ভাবলেশহীন মুখে এক এক জনের ছাড়পত্র দিলেন। এই সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে এক সময় আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম বাইরে। সেখানেও আলোর প্রাচুর্য ছিল না। প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির নিচে মস্কোর আইএসএস-এর অর্থনীতির প্রফেসর আনাতোলি বুশিগিন স্মিতহাস্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল হেগ-এর আইএসএস-এ। বক্তৃতা করেছিলেন আমাদের উদ্দেশ্যে। প্রত্যেককেই নাম ধরে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি - মস্কোতে আপনাদের স্বাগতম।

ইন্সটিটিউটে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন মস্কো সময় রাত্রি প্রায় দশটা। মস্কোর আকাশে চমৎকার চাঁদ ছিল। বরফে ঢাকা পথ-ঘাট। দুপাশে দাঁড়িয়ে ছিল বৃক্ষ, পত্রপল্লবহীন। কোথায়ও কোথায়ও কুয়াশায় বেদনার্ত আভা। বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে কয়েকদিন আগে। কিন্তু টেমপারেচার মাইনাসে থাকায় এক ফোঁটা বরফও গলেনি। মস্কোয় হিম শীতলতা।

ইন্সটিটিউটের হোস্টেলে আমাদের জন্য আলাদা আলাদা রুমের ব্যবস্থা ছিল। টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল। বুশিগিন বললেন, শুধুমাত্র আজকের দিনের জন্য এই ব্যবস্থা। ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে যায় নয়টায়। সুতরাং খাবার ঠাণ্ডা। আজকের জন্য এটুকু সহ্য করে নিন।

www.pathagar.com

ইন্সটিটিউটের প্রতিটি কক্ষই আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত। ফ্রিজ, টিভি এবং রেডিও'র ব্যবস্থা আছে। লেনিনগ্রাদে স্থাপিত একটি রেডিও স্টেশন থেকে অবিরাম পশ্চিমা সঙ্গীত বাজছে। মাঝে মাঝে ঘোষক বলছেন, এই সেন্টার থেকে চব্বিশ ঘন্টা পশ্চিমা সংগীত প্রচারিত হয়, আপনার পণ্যের বিজ্ঞাপন দিন।

মস্কোর এই ইন্সটিটিউটে যারা পড়তে আসেন, তাদের সবাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট বা সোশালিস্ট পার্টির কর্মী। সংশ্লিষ্ট দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি এই সব প্রশিক্ষণার্থীকে মনোনিয়ন দেয়। তারপর একদিন প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে ঐ প্রশিক্ষণার্থীরা পড়তে আসেন মস্কোর ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সস-এ। এসেই বারো থেকে পনের মাসের ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, তারপর মূল পড়াশুনা শুরু। অংশ গ্রহণকারীদের বেশীর ভাগই আফ্রিকান নাগরিক। তারা এসেছেন ইথিওপিয়া-কঙ্গো থেকে, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে থেকে। মস্কোয় যে এত রদবদল, ক্রেমলিনে যে এত ঝঞ্ঝা, তা সত্ত্বেও এদের পাঠ্য তালিকার সিংহভাগ জুড়ে আছে কম্যুনিস্ট আদর্শের পাঠ।

ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরী এক সময় আপটুডেট ছিল। এখন আর নেই। আলমানাক আছে উনিশ বিরাশি সালের, এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা উনিশ আটষট্টি সালের। ইউরোপা ওয়ারল্ড বুক উনিশ বিরাশি সালের। আর যা আছে তা এখন ক্লাসিকস। প্রতিটি বইয়ের ওপর ধূলোর আস্তরণ। গ্রন্থাগারে কর্মরত মহিলা বললেন, পয়সার অভাবে এখন আর বই কিনতে পারি না। সেই লাইব্রেরীতে পড়ছিলেন দু'একজন। পুরানো পাঠ। পুরানো বৃত্ত। তার ভেতরই শিক্ষার নামে ঘুরপাক খাচ্ছেন আফ্রিকান পার্টির শিক্ষার্থীরা।

দোসরা মার্চ সন্ধ্যায় রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সব মানুষ, মাথা নিচু করে দ্রুত, মনে হল, দূরবর্তী কোন গন্তব্যের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছেন। পশ্চিম ইউরোপের পথে-ঘাটে মানুষের যে কলরব, যে হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখা যায় মস্কোতে তা বড়ই বিরল।

মস্কোর মেট্রো সিস্টেম চমৎকার। প্রতি মিনিটে একেকটি ট্রেন ছুটে এসে প্লাটফরমে দাঁড়াচ্ছে। তিন তলা, চার তলা প্লাটফরম। সর্বত্র চমৎকার সব ভাস্কর্য। যদিও তাতে প্রধানত: যুদ্ধই বিম্বিত। কোথায়ও একজন রমণী প্রিয়তম সন্তান আঁকড়ে ধরে প্রণয়ীকে বিদায় জানাচ্ছে যুদ্ধের জন্যে, কারও হাতে গ্রেনেড, কারও হাতে রাইফেল। কোথায়ও কোথায়ও আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধার আবক্ষ মূর্তি, কালো শক্ত পাথরে তৈরি। পর্যটকরা ছাড়া কেউ ফিরেও তাকায় না।

মেট্রোতে বসে, দাঁড়িয়ে শত শত মানুষ চলাফেরা করে। শুধু শিশুদের মুখে হাসি এবং চঞ্চলতা। সুন্দরী যুবতীরা মুখ বিমর্ষ করে বসে থাকে, তারপর

www.pathagar.com

নির্ধারিত গন্তব্যে মাথা নিচু করে নেমে যায়। কেন এই বিমর্ষ ভাব, কেউ বলতে পারে না।

পশ্চিম ইউরোপের পথে বেরুলেই মানুষের হাতে দেখা যায় ফুলের গুচ্ছ, মুখে কথার খই, সারা দেহে চঞ্চলতা। মস্কোয় মানুষের হাতে ফুল দেখেছি– একগুচ্ছ নয়, শুধু একটি। একটি ফুলের দাম তিন থেকে পাঁচ রুবল। পাঁচ রুবলে একজন মানুষের প্রায় তিন দিনের অন্ন সংস্থান হয়। একগুচ্ছ ফুল কেনার সাধ্য ক'জনার আছে! সোভিয়েট ইউনিয়নে দারিদ্র্যসীমা পর্যন্ত আয় সত্তর রুবল। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের ত্রিশ কোটি মানুষের মধ্যে চার কোটি সত্তর লক্ষ মানুষ এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন। তারা কিভাবে যে জীবনযাপন করেন, সোভিয়েট সমাজের এলিটরা সে খবর রাখেন না।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সময় কম ছিল। কিন্তু মনে হয়েছে কোথায় যেন অবিরাম হতাশা আর দুঃখ মস্কোর বরফের মত জমাট বেঁধে আছে। ইন্সটিটিউটের একজন অধ্যাপক বললেন, সোভিয়েট মানুষের সহ্য ক্ষমতা অপরিসীম।

কিন্তু নয় মার্চ সন্ধ্যায় মস্কো ত্যাগের আগেই প্রমাণ মিলল যে মানুষের সহ্য ক্ষমতার সীমানা আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদে নেমেছে রাস্তায়, গণতন্ত্র চাই, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ চাই।

২. অস্ত্র কেনার গ্রাহক নেই ঃ উৎপাদনের সঙ্গতি নেই

দোসরা মার্চ মস্কোর রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম দীর্ঘ দীর্ঘ লাইন। টেম্পারেচার মাইনাসে থাকলেও ঝরঝরে রোদ। সিগারেটের দোকানের সামনে, ডিপার্টমেন্ট শপের সামনে, আইসক্রিম পার্লার কিংবা ম্যাগডোনালসের বার্গার সব কিছুর সামনে লম্বা লাইন দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছে শত শত মানুষ। মানুষের অভ্যাসও বোধ করি হয়ে গেছে এরই মধ্যে। লক্ষ্য করলাম, মেট্রোর সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে ছুটে গিয়ে যে যার প্রয়োজনীয় লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ছে। কিংবা দাঁড়িয়ে পড়ছে কোন কিছু না জেনেই। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে শেষ প্রান্তে গিয়ে হয়ত দেখলেন, বিক্রি হচ্ছে জুতা, অথচ তার কেনা দরকার ছিল বাঁধাকপি।

www.pathagar.com

ভোগ্যপণ্য দোকানের সামনেও একই রকম লাইন। হার্ড কারেন্সীকে কিনতে হয় এমন সব দোকানের লাইনেও প্রায় সবাই সোভিয়েট নাগরিক।

কিন্তু কোত্থেকে আসে হার্ড কারেন্সী? মস্কোর রাস্তায় একাকী কিংবা দলবদ্ধভাবে বিদেশীরা বের হলে আশপাশ দিয়ে হেঁটে-যাওয়া যুবকেরা এবং বালকেরা বলতে থাকে, 'মানি চেঞ্জ, মানি চেঞ্জ।' ডলার এবং জার্মান মার্কের চাহিদাই সবচেয়ে বেশী। অফিসিয়ালী এক ডলার সমান ১.৬ রুবল। কিন্তু ব্লাকমার্কেটে এক ডলার বিক্রি করা যায় পঁচিশ থেকে আঠাশ রুবলে। সোভিয়েট অর্থনীতির এই করুণ চিত্র কেন জানতে চাইলে ওখানকার পন্ডিতরা বললেন, ভোগ্যপণ্যর নিদারুণ সংকটের জন্য এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ভোগ্যপণ্যেরই বা এত সংকট কেন সোভিয়েট ইউনিয়নে, সে আলোচনায় ব্যয় হয়েছিল সারা দিন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সোভিয়েত নেতারা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সমরাস্ত্র কারখানার ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে অবস্থা আরও জোরদার করা হয় সোভিয়েট ইউনিয়নে। এখন যে সব শিল্পকারখানা আছে তার শতকরা আশি ভাগেই কোন না কোন সমরাস্ত্র কিংবা তার যন্ত্রাংশ তৈরি হয়। অন্যান্য শিল্পপণ্য উৎপাদনের কারখানা সোভিয়েট ইউনিয়নে তেমন একটা স্থাপিত হয়নি। ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সস-এর অধ্যাপকগণ বললেন, গত ষাট বছরে শিল্পপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের কোনই অগ্রগতি সাধিত হয়নি। সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্প উৎপাদন ত্রিশের দশকে যা ছিল এখনও তাই আছে। পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তনের পর ভোগ্যপণ্যের সাপ্লাই সীমিত হয়ে পড়েছে। এসব দেশ থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন অস্ত্রশস্ত্রের বদলে প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী করত। এখন সে অস্ত্র ব্যবসাও মাঠে মারা গেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রচলিত অস্ত্র প্রযুক্তিও রয়ে গেছে পুরনো ধাঁচে। তার সর্বশেষ প্রমাণ মিলেছে ইরাক এবং বহুজাতিক বাহিনীর মধ্যে সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের সময়। পৃথিবীতে ইরাকই ছিল সোভিয়েট অস্ত্রের সবচাইতে বড় নগদ ক্রেতা। সোভিয়েট ইউনিয়ন কিউবায় অস্ত্র সরবরাহ করেছে বলতে গেলে বিনামূল্যে, অন্যান্য দেশে এই অস্ত্র বিক্রি করা হত আদর্শিক মূল্যে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক আর্দশের স্বার্থে পানির দামে।

এর জন্য দীর্ঘকাল ধরে মাশুল গুণতে হয়েছে সোভিয়েট নাগরিকদের। কিন্তু এখন বিনাপয়সার কারবার বন্ধ করে দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। আজকের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতার যুগে অস্ত্রের বাজারে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে এঁটে ওঠা অসম্ভব। নগদ পয়সায় যদি অস্ত্র কিনতেই হয়, তা হলে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে সে অস্ত্র কেউ কিনবে সে রকম ভরসা নেই। তা ছাড়া রাতারাতি সমস্ত সামরিক অস্ত্র কারখানা পরিবর্তন করে শিল্পপণ্য উৎপাদনের

www.pathagar.com

জন্য যে শত শত কোটি ডলারের প্রয়োজন, সোভিয়েট ইউনিয়নের সে সঙ্গতি নেই। ফলে এই ত্রাহি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে সোভিয়েট ব্যবস্থাপনার এত নিচে যে, সিস্টেম লসের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠাও এখন প্রায় অসম্ভব। সোভিয়েট ইউনিয়নে পৃথিবীর সবচাইতে বড় জ্বালানী তেলের রিজার্ভ রয়েছে। এই তেল উত্তোলন করতে শতকরা ৩০ ভাগ যায় সিস্টেম লসে। এই হার সারা পৃথিবীতে সবচাইতে বেশী।

কৃষিপণ্য উৎপাদন ও সংগ্রহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ খাদ্যশষ্য এবং ৬০ ভাগ পচনশীল পণ্য সিস্টেম লসে নষ্ট হয়ে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নে আজকের খাদ্য ঘাটতির কারণও তাই। একজন অধ্যাপক জানালেন, যে পরিমাণ খাদ্যশষ্য সিস্টেম লসে নষ্ট হয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার চাইতে খুব বেশী খাদ্যশষ্য আমদানী করে না।

যে কথা বলছিলাম– ডলারের চোরাই বাজার। চৌদ্দ পনের বছরের এক কিশোরের সঙ্গে দেখা হল, সেও জড়িয়ে আছে অবৈধভাবে ডলার কেনাবেচার কারবারে। এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছে এক মাফিয়া চক্র। এক এক এলাকা এক এক গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। এরা ভয়ঙ্করও। পরীক্ষা করার জন্য আমাদের একজন দশ ডলার ভাঙ্গানোর চেষ্টা করলেন। হিসাব অনুযায়ী পাবার কথা ছিল দুইশত পঞ্চাশ রুবল। দেখা গেল হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে তাকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ত্রিশ রুবল। অন্য একজন কালোবাজারীকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন করে সম্ভব এই হাত সাফাই। সে হাত সাফাই–এর কায়দা দেখিয়ে দিল।

সর্বত্র আছে এই হার্ড কারেন্সির কালোবাজার– মেট্রোতে, ডিপার্টমেন্ট শপে, ব্যাংকের সামনে, পর্যটকদের আকর্ষণীয় সমস্ত জায়গায়।

তবে বিদেশী হলে কোন কিছু রুবলে কেনা দায়। সকল বিদেশীর কাছে এমন কি ফুটপাতের দোকানী পর্যন্ত ডলার–পাউন্ড–মার্ক চায়। বিদেশীদের কাছে যে কোন জিনিসের দামও হাঁকে কয়েক গুণ। তারপর দেন দরবার।

ফুটপাতে প্রয়োজনীয় কোন সামগ্রী পাওয়া যায় না। সবই স্যুভেনীর ধরনের জিনিস। অথচ চীনে দেখেছি, পথে ঘাটে ওপেন মার্কেট থেকে বলতে গেলে সব কিছুই কেনা যায়।

জানতে চাইলাম, তোমরা চীনের মার্কেটিং ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না কেন? তারা বললেন, পণ্যই নেই, মার্কেটিং তো পরের কথা। এখানে সকল কিছু সমবায়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তি অতিরিক্ত কিছুই পান না। ফলে খোলাবাজারে বিক্রিরও প্রশ্ন ওঠে না। সোভিয়েট সরকার নতুন আইন করেছেন শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে। তাতে বলা হয়েছে, দেশের নাগরিকরা একা কিংবা এক সঙ্গে ভিন্ন কোন দেশের নাগরিক কিংবা কোম্পানীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কিংবা

www.pathagar.com

নিজস্ব উদ্যোগে স্থাপন করতে পারবেন শিল্পকারখানা। সোভিয়েট ইউনিয়নে বাজার অর্থনীতি চালুর প্রথম পদক্ষেপ এটা। কিন্তু ওখানকার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে মনে হল, এই সব আইন শুধু কেতাবে আছে। বাস্তব বড় কঠিন।

কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে কিংবা যৌথভাবে ছোট-খাট কোন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হন, তা হলে তার কপালে দুঃখ আছে। কেননা সোভিয়েট বুরোক্র্যাসির প্রায় সবটাই পার্টির ক্যাডারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, এত টাকা নিয়ে যখন নামছই তখন আমাদের চা-পানির জন্য কিছু দেবে না কেন? সে চা-পানির দাবী নাকি বিনিয়োগযোগ্য অর্থের প্রায় সমান। এ নিয়ে অভিযোগ শুনবার মত উপযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ এখনও গড়ে ওঠেনি। তা ছাড়া, একজন সমাজবিজ্ঞানী বললেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে কেউ বিত্তবান হলে প্রতিবেশী নাগরিকরা তাকে টেনে নামানোর চেষ্টা করে, নিজে উঠবার পথ খোঁজে না। ফলে পেছন থেকে যে টান পড়ে, তাকে খুব শক্তই বলা যায়। এই কারণেও মিখাইল গরবাচেভ যতই বাজার অর্থনীতির কথা বলুন না কেন, তার বিকাশের পথ এখনও রুদ্ধই রয়ে গেছে।

তেমনি ঘটনা ঘটেছে কৃষি ক্ষেত্রেও। সোভিয়েট সরকার কৃষিক্ষেত্রে প্রথম বেসরকারীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। অধ্যাপকরা জানালেন, এক্ষেত্রে তারা চীনের নীতি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। চীনে জমি দেওয়া হয়েছে কৃষকের হাতে। ফলনের একটি ন্যূনতম পরিমাণ আছে। সেই পরিমাণে তাকে উৎপাদন করতেই হয়। তার অতিরিক্ত যে উৎপাদন, তার একটি অংশ যায় সমবায়ের সংরক্ষণাগারে। বাকী অংশ কৃষকের নিজের, এবং সেইটুকু তিনি খোলা বাজারে বিক্রি করে লাভবান হতে পারেন।

সোভিয়েট কৃষকরা এই ব্যবস্থা মেনে নেননি। দীর্ঘ প্রায় পঁচাত্তর বছরের সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মানুষের ভিতরে যে মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, দু'এক বছরে তা বদলে ফেলা অসম্ভব। সোভিয়েট কৃষকরা বলেছেন, আমি আমার মত কাজ করে যেতে চাই। সার, পানি উপকরণের যোগান দেবে সমবায়। আমি খাওয়া-দাওয়া, সন্তানের শিক্ষা, আশ্রয় ও চিকিৎসার নিরাপত্তা চাই- জমির মালিকানা চাই না। ফলে সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেছে। গর্বাচেভের পেরেস্ত্রৈকাও পড়েছে সঙ্কটে।

www.pathagar.com

৩. কৃত্রিম কর্মসংস্থান, উৎসাহ আর কমন ইউরোপীয় হোম

সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন বেকার সমস্যা নেই। প্রত্যেক লোকের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কি রকম সে চাকরি? পশ্চিম ইউরোপে যে রেস্তোরাঁ চালায় তিনজন লোক, সোভিয়েট ইউনিয়নে তা চালাতে ৩০ জন লোক নিয়োগ করা হয়েছে। মস্কোর ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সস–এর ক্যান্টিনের কথাই ধরা যাক। প্রথমতঃ এই ইন্সটিটিউটে আছে তিনটি ক্যান্টিন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে, শুধুমাত্র বর্ধিত কর্মসংস্থানের জন্যই তিন ক্যান্টিনের ব্যবস্থা, নতুবা একটিই যথেষ্ট ছিল। ওই ক্যান্টিনে বুফে সিস্টেম। সে খাবার তুলে দেবার জন্যও নিয়োজিত আছেন কয়েক ডজন লোক। লাইনে দাঁড়িয়ে পছন্দমত খাবার ট্রেতে তুলে নিয়ে যেতে হয় কাউন্টারে। সেখানে একজন কর্মী আছেন, তার কাজ হলো শুধু হিসাব কষা ও খাবারের দাম কত হয়েছে তার একটা মেমো তৈরি করে দেয়া। সে মেমো হাতে নিয়ে আবার লাইন ভিন্ন এক কাউন্টারে। সেখানে যিনি কর্মরত, তার কাজ শুধু টাকা গ্রহণ করা।

ক্যান্টিনের ক্লিনিং সিস্টেমও অদ্ভুত। ট্রলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অনেক কর্মী, কেউ শুধু গ্লাস তোলেন টেবিল থেকে, কেউবা প্লেট, কারও কাজ শুধুই টেবিল মোছা, কেউবা চেয়ারগুলো পুনরায় সাজান। ট্রেগুলো নিজেদেরই রেখে আসতে হয় একটা টেবিলে। সেখানে কাজ করছেন আর একজন। তার কাজ শুধু ট্রে মোছা।

অথচ পশ্চিম কোন দেশে ভিন্ন ব্যবস্থা। মাত্র দু'জন লোকই এধরনের একটি ক্যান্টিন চালানোর জন্য যথেষ্ট। সেখানে নগদ পয়সার কারবার খুব কম। মেশিনে পয়সা দিয়ে ম্যাগনেটিক কার্ডে অর্থের অঙ্ক জমা করতে হয়। তারপর ট্রে নিয়ে পছন্দমত খাবার তুলে নিতে হয় নিজেই। শেষ প্রান্তে একজন লোক বসে থাকেন। তিনি খাবারগুলি দেখে দাম নির্ধারণ করে। তারপর ভিন্ন মেশিনে কার্ড করে দিলে দাম আপনি কেটে নেয়া হয়। খাওয়া শেষ হলে সমস্ত কিছু নিজেই ট্রেতে তুলে নিয়ে যেতে হয় ক্লিনিং কাউন্টারে। সেখানে প্লেটের জায়গায় প্লেট, চামচের জায়গায় চামচ, আবর্জনার জায়গায় আবর্জনা নিজেকেই ফেলে দিতে হয়। সেখানে একজন লোক এগুলো আবার পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখেন।

www.pathagar.com

কিন্তু শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের জন্য মস্কোতে ভিন্ন নিয়ম।

ইন্সটিটিউটে কর্মরত আছেন এক ঝাঁক দোভাষী। এই ইন্সটিটিউটের সকল শিক্ষক ইংরেজী জানেন। আমরা যখন সভাকক্ষের বাইরে তাদের সাথে কথা বলেছি, তখন তারা ঝরঝরে ইংরেজী বলেছেন। কিন্তু সভাকক্ষের ভেতরে আনুষ্ঠানিক আলোচনার সময় তারা আর ইংরেজী ব্যবহার করেননি। সেখানে ভিন্ন নিয়ম। তারা বক্তৃতা করবেন রুশ ভাষায়। দোভাষী তা ইংরেজীতে অনুবাদ করবেন। হেডফোনে শ্রোতারা শুনবেন। ফলে কখনও কখনও এমনও হত, তখন আমরা বসে আছি চুপ করে। তিনি যখন ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেছেন, তখন আমরা হো হো করে হেসে উঠেছি।

শুধু তাই নয়, মস্কোর ওই বিশাল ইন্সটিটিউট ঝাড়পোছের জন্যও নিয়োজিত আছেন কয়েক ডজন কর্মী। অথচ একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে একজন কর্মীই পশ্চিম ইউরোপে ওকাজ সারেন এক কর্মদিবসে। রাস্তা-ঘাট পরিষ্কারেরও একই নিয়ম। একটি গাড়ীর সাহায্যে একজন শ্রমিক রাস্তা থেকে যতটা বরফ সাফ করেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে সে কাজ করেন কয়েক শ' ঝাড়ুদার। ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরিচ্ছন্নতার সঙ্কট আছে। শুধুমাত্র মেট্রো ছাড়া আর সকল যানবাহন অবিশ্বাস্য রকম নোংরা, ধূলো-কাদায় একাকার। গাড়ির ভেতরে আছেন সুন্দরী নারী, সুদর্শন যুবা পুরুষ। কখনও কখনও মনে হয়েছে, এইসব গাড়ির ভেতরে ওইসব মানুষেরা প্রবেশ করেছেন কীভাবে। রাস্তায় জমে থাকা গলে যাওয়া বরফ থেকেই যে এই কর্দমাক্ত অবস্থার সৃষ্টি, তা বলা যায়। কিন্তু নিয়মিত যে ওইসব গাড়ি পরিষ্কার করা হয় না, তাও বোঝা যায়। গাড়ী আছে সোভিয়েট নাগরিকদের। কিন্তু একটি গাড়ী কেনার জন্য ৭/৮ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তবে সেকেন্ড হ্যান্ড কেনা যায়। গাড়ী কেনার ব্যাপারে পার্টি কর্মীদের অগ্রাধিকার আছে। অভিযোগ আছে, তারা কিনে বিক্রি করে দেন বেশী দামে।

মস্কো শহরের ঘরবাড়ি দালান-কোঠারও একই অবস্থা। সকল কিছুতে বিশালত্ব ও প্রাচীনত্বের ছাপ তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে অবিশ্বাস্য রকম মলিনতা। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া, ঝকঝক করে না কিছুই। বহুতল ফ্লাটবাড়িগুলোর পলেস্তরা খসে গেছে, তারওপর ধুলো-বালির মালিন্য, কোথায়ও বা বৃষ্টির ঝাপটা রোধের জন্য সিনথেটিকের বস্তা বা পলিথিন শিট ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সেগুলোও অপরিচ্ছন্ন। কোথায়ও কাউকে নিজ হাতে ঘরদোরের দেয়াল-কাচ পরিষ্কার করতে দেখিনি। কখনও কখনও মনে হয়েছে, এ বুঝি কলকাতার কোন পথ ধরে চলছি। অথচ পশ্চিম ইউরোপের যে কোন আবাসিক এলাকা দিয়ে

www.pathagar.com

হাঁটলে দেখা যায়, গৃহকর্ত্রীরা বা গৃহস্বামীরা মই বেয়ে উঠে পরিষ্কার করছেন ঘরের দেয়াল, দরজা-জানালা কিংবা গাড়ী। ফলে প্রচন্ড তুষারপাতের পরও নোংরা দেখা যায় না কোন যানবাহন কিংবা আবাসগৃহ।

যা হোক, এই কৃত্রিম কর্মসংস্থানও বোধহয় এখন অসম্ভব হয়ে উঠছে। ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন স্লোগান- মেয়েরা ঘরে ফিরে যাও, সংসারের দেখা শোনা কর, সন্তান লালন কর (এবং সম্ভবত স্বামীর পরিচর্যা কর)।

মার্চ মাসের ৮ তারিখ ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং সেদিন সরকারী ছুটি ছিল। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মস্কোর ইন্সটিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস-এ আয়োজন করা হয়েছিল এক সেমিনারের। মস্কোর নারী নেত্রীরা ইন্সটিটিউটে এসেছিলেন সেই সেমিনারে বক্তৃতা করতে। তাদের বক্তব্য আট জন দোভাষী আটটি ভাষায় অনুবাদ করে যাচ্ছিলেন অনর্গল। তারা বললেন, 'না আমরা ঘরে ফিরে যেতে চাই না। এমনিতেও আমরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করি। কর্মস্থল থেকে ফিরে আমাদের রান্না-বান্নাসহ ঘরের সকল কাজ করতে হয়। আমাদের ওয়াশিং মেশিন নেই, আমরা নিজ হাতে কাপড় ধুই। আমরা রাজী আছি সব করতে। কিন্তু মহিলাদের ঘরের চার দেয়ালের ভেতর বন্দী রাখার চেষ্টা পরিহার করতে হবে। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আমাদের মেধা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।'

ধারণা করি, সে সুযোগ ক্রমশ সীমিত হয়ে পড়ছে। যদিও ঘরকন্নার কাজ যিনি করেন, সে কাজের জন্যও সরকার সামান্য মাসোহারা দেন।

এই বিশাল কর্মী বাহিনী আর বিপুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়ন কেন উৎপাদনে নতুন গতি সঞ্চার করতে পারছে না? এও এক জটিল প্রশ্ন। কেউ কেউ বললেন, ইনসেনটিভ বা উৎসাহের অভাব। সেখানে সর্বনিম্ন বেতন ৭০ রুবল, সর্বোচ্চ ৪০০ রুবল। কোন কর্মীরই তার বেতনের শতকরা দশ ভাগের অতিরিক্ত আয় করার উপায় নেই। আবার সেই অতিরিক্ত দশ ভাগের প্রায় অর্ধেকটা সরকারকে দিয়ে দিতে হয় ট্যাক্স হিসাবে। তাতে যা থাকে, তার জন্য কে আর অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে চায়?

বরিস ইয়েলৎসিন রুশ প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতায় এসেই উৎসাহদান পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেছেন। তিনি আইন করেছেন, রুশ নাগরিকরা সর্বোচ্চ ৭০০ রুবল পর্যন্ত বিনা ট্যাক্সে আয় করতে পারবেন এবং রুশ প্রজাতন্ত্রে সর্বোচ্চ বেতন হবে ৭০০ রুবল। তা নিয়ে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রজাতন্ত্রে প্রজাতন্ত্রে বিরোধ বাড়ছে।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলে সত্য, সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনই সোভিয়েট নাগরিক বলে কেউ নেই। তাদের পাসপোর্ট নাগরিকত্ব কলামে লেখা থাকেঃ রুশ, আজারি,

www.pathagar.com

কাজাখ কিংবা লিথুয়ানিয়ান। ভবিষ্যতে কি হবে, জানি না, কিন্তু এখনও বেশ কয়েকটি প্রজাতন্ত্রে অন্য কোন প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের প্রবেশ করতে ভিসা লাগে।

সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ তার 'পেরেস্ত্রইকা' বইয়ে 'কমন ইউরোপীয়ান হোম'–এর কথা বলেছেন। 'অভিন্ন ইউরোপীয় আবাসভূমি'র ধারণা পশ্চিম ইউরোপেও বেশ প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু কি নিয়ে অগ্রসর হবেন মিখাইল গর্বাচেভ? মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান এমন কি জীবনাচরণেও দুস্তর ফারাক পশ্চিম ইউরোপ আর সোভিয়েট ইউরোপের মধ্যে। এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম সেখানকার সমাজতত্ত্ববিদ আর অর্থনীতিবিদদের কাছে। তারা স্বীকার করলেন, সোভিয়েট ইউরোপের মূল্যবোধ আর জীবনাচরণে পশ্চিমের চেয়ে পূর্বের প্রভাব বেশী, প্রভাব বেশী ইউরোপের চেয়ে এশিয়ার। মস্কোর রাস্তায় বেরোলে একথার সত্যতা যাচাই করা যায়। পশ্চিম ইউরোপে নারী পুরুষের প্রেমপ্রকাশের যে রীতি, মস্কোতে তা খুবই বিরল, যদিও আইনে কোন বাধা নেই। প্রকাশ্যে খুব কম দম্পতি বা যুবক–যুবতীই হাত ধরে চলাফেরা করে। (সোভিয়েট ইউনিয়নে পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ। কিন্তু ব্যস্ত বিপণী কেন্দ্রের পাশে, মেট্রো স্টেশনের বাইরে লোকেরা টেবিল পেতে বিভিন্ন দেশের পর্নো পত্রিকা বিক্রি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অবশ্য ফটোস্ট্যাট কপি।)

সোভিয়েট ইউনিয়নে যৌন স্বাধীনতাও আছে নারী–পুরুষের। অবৈধ গর্ভধারণে আইনগত কোন বাধা নেই। তবে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক। সরকারী হাসপাতালে গর্ভপাতের ঝুটঝামেলায় কেউ সহজে যেতে চায় না। বেসরকারীভাবে অনেক প্রকাশ্য ও গোপন ক্লিনিকে গর্ভপাত ঘটানো যায়। কিন্তু তার জন্য ব্যয় করতে হয় বিপুল টাকা। অবৈধ সন্তান নিয়ে জীবন যাপনও করা যায়। কিন্তু কেউ তাকে ভাল চোখে দেখে না। ছিঃ ছিঃ করে। কখনও কখনও আবাসিক এলাকা ছাড়তে হয় অবৈধ সন্তানের জননীদের। অর্থাৎ পশ্চিমা মূল্যবোধের বিস্তার ঘটেনি সোভিয়েট সমাজে; মূল্যবোধের দিক থেকে এখনও তারা প্রাচ্যদেশীয় মনোভাবাপন্ন।

এই পরিস্থিতিতে মিখাইল গর্বাচেভ তার কমন ইউরোপীয়ান হোম–এর স্বপ্ন কেমন করে বাস্তবায়ন করছেন, বলা দুষ্কর।

www.pathagar.com

৪. খাদ্য ও জ্বালানির নামমাত্র দাম ঃ সর্বত্র গোপন পুলিশ

সোভিয়েট ইউনিয়নের গোপন বা প্রকাশ্য পুলিশী ব্যবস্থার কথা শুনেছি, শুনেছি কেজিবি'র নানা তৎপরতার কথাও। তখন কোন ধারণা ছিল না এই পুলিশ সম্পর্কে। রুশ ছাত্র বললেন, টেলিফোনেও সাবধান। এই ইন্সটিটিউট থেকে বাইরে ফোন করতে গেলেও এক্সচেঞ্জ–এ টেপ পুশ করার শব্দ শুনবেন। তার অর্থ আপনি কার সঙ্গে কি কথা বলছেন, তার সব কিছু রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

পরীক্ষা করার জন্য বাইরে একটা ফোন করার চেষ্টা করলাম একজন বাংলাদেশীকে। তিনি মস্কোর এক ললনাকে বিয়ে করে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। চাকরি করেন কোথায়ও। কংগোর এক ভদ্রলোক ওই বাংলাদেশীর ফোন নম্বর জোগাড় করে দিলেন। ফোন করতেই প্রমাণ মিলল। নম্বর ঘুরিয়ে ফোন করতে গিয়ে সেই শব্দ পেলাম। যাকে ফোন করছিলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে ফোন করছেন? বললাম ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সস থেকে। আমি এখানে এসেছি বাংলাদেশ হতে। ওপাশে যিনি ধরেছিলেন তিনি রুশ মহিলা। চাইছিলাম তার স্বামীকে। কিন্তু তিনি আমার পরিচয় পেয়ে খট করে ফোন রেখে দিলেন। তারপর বারবার চেষ্টা করলাম। ফোন তুলে প্রতিবারই রেখে দিলেন তিনি।

তবু বলব, পশ্চিমা জীবনধারা প্রভাব বিস্তার করেছে সোভিয়েট সমাজে। পশ্চিমী জিনসও খুব পপুলার, পশ্চিমের জ্যাকেট গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরোলে কেউ কেউ ছুঁয়ে দেখেন। বলেন, এই 'লাইফ লাইন' কি জ্যাকেটের নাম, না কি স্টিকার? কোথেকে কত দামে কিনেছেন? ডলারে কত? ইত্যাদি।

পশ্চিমা দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যই বোধ হয় ইন্সটিটিউটের তরফ থেকেই দু'দিন ডিসকো থেক–এর আয়োজন করা হয়। হল্যাণ্ডেও এ কালচার দেখেছি। নতুনদের রিসেপশন উপলক্ষ্যে ডিসকো, পুরানোদের বিদায় উপলক্ষ্যে ডিসকো, কারও ট্রান্সফার উপলক্ষ্যে ডিসকো, নববর্ষ উপলক্ষ্যে ডিসকো। এমনি সব উপলক্ষ্যে হল্যাণ্ডের ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজও

www.pathagar.com

ডিসকোর আয়োজন করে। মস্কোর ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সসও আমাদের স্বাগত জানাতে ও বিদায় জানাতে আয়োজন করে দুটি ডিসকো থেক–এর।

এই ডিসকোতে ইন্সটিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা, ইন্সটিটিউটের কর্মচারীরা এবং আমরা উপস্থিত ছিলাম। সাধারণত এসব ইন্সটিটিউটে কারও ঢুকতে বা বেরোতে পাস লাগে। আমরা ইন্সটিটিউটে প্রবেশের পরপরই প্রফেসর বুশিগিন সে রকম একটি পাস আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ইন্সটিটিউটে ঢুকতে বেরোতে প্রায়শই আমরা ফটকের নিরাপত্তারক্ষীদের সে কার্ড দেখিয়েছি। এটাই সেখানকার নিয়ম। ফলে এক ইন্সটিটিউটের ছাত্র অন্য ইন্সটিটিউটে ঢুকতে পারে না। আমরা অন্য এক ইন্সটিটিউটের একজন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাকে ভেতরে নেবার জন্য পাসের ব্যবস্থা করতে হল। সে পাস জোগাড় করতে গলদঘর্ম অবস্থা।

ইন্সটিটিউটে হেগ–এর শিক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষ্যে যে ডিসকোর আয়োজন করা হয়েছিল তাতে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

ডিসকোতে উপস্থিত ছিলেন ইন্সটিটিউটের দোভাষী, ক্যাশিয়ার, ক্লিনার, শিক্ষক–ছাত্রদের অনেকে। পশ্চিমা হট ইংরেজী গানের সঙ্গে ডিসকো নাচ। ফ্লোরে আলোর নাচন। উদ্দাম সঙ্গীতে আহবান। নাচের আমন্ত্রণ জানালাম এক তরুণীকে। সেই হাস্যোজ্জ্বল তরুণী ফ্লোরে উঠে আসতেই কোত্থেকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমাদের দু'জনের মাঝখানে। রুশ ভাষায় তিনি মেয়েটিকে কি যেন বললেন। জানতে চাইলাম কি হয়েছে? ভদ্রলোক কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটিকে এক পাশে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। আমরা সবাই এগিয়ে গেলাম, কি ব্যাপার? ভদ্রলোক একটি পরিচয়পত্র বের করে শুধু বারবার বলার চেষ্টা করলেন, 'মস্কোভায়ে পলিটিয়ে'। এর মানে মস্কো পুলিশ। অনেক তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটির পর জানা গেল, পাস থাক বা না থাক ঐ মেয়েটি এই ইন্সটিটিউটে প্রবেশ করার অধিকার রাখে না। তাকে এখানে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র। কিন্তু কোন বিদেশীর সঙ্গে তার নাচতে মানা। আমরা জানলাম, লোকটি ইন্সটিটিউটে কর্তব্যরত গোপন পুলিশ বাহিনীর সদস্য। মেয়েটি আমাদের অনুরোধ করল, আমরা যেন ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আর বেশী কথা কাটাকাটি না করি। তা হলে কেজিবি সারা জীবন তার পিছু ছাড়বে না। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ওখানকার একজন শিক্ষার্থী বললেন, শুধু ডিসকো কিংবা অফিসই নয়, সর্বত্র আছে গোপন পুলিশ। পুলিশ বিভাগে কর্মসংস্থান হয় বিপুল সংখ্যক লোকের। মস্কোর একজন ছাত্র বললেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের মোট কর্মসংস্থানের অর্ধেক হয় গোপন পুলিশ বিভাগে।

www.pathagar.com

ইন্সটিটিউটের একজন অধ্যাপককে বললাম ঘটনাটি। জানতে চাইলাম ডিসকো যদি হয়, এত লোক যদি আসতে পারে, তা হলে ঐ মেয়েটিই বা নাচতে পারবে না কেন? তিনি শুধু বললেন, নিরাপত্তার স্বার্থে। সেখানে নিরাপত্তার কি অভাব ঘটেছিল, তা আমাদের কারও কাছে বোধগম্য হয়নি। অথচ ইন্সটিটিউটের অধ্যাপকরা আমাদের বারবার বলেছেন, এটা একটা মুক্ত দেশ (ফ্রি কানট্রি), আপনি স্বাধীনভাবে যা খুশী করতে পারেন।

আমাদের অবশ্য প্রথম দিকেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, আমরা যেন একলা বাইরে যাবার চেষ্টা না করি, তাতে চলাফেরায় অসুবিধা হতে পারে। ফলে প্রায় সব সময়ই নির্ধারিত গাইডের নেতৃত্বে আমাদের বাইরে বেরোতে হয়েছে। তবে একথাও ঠিক যে, বাইরে একলা বেরোবার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল ভাষা।

এর মধ্যে একদিন গিয়েছিলাম মস্কোর এক থিয়েটারে, বলশয় নয়। সে থিয়েটারে ব্যালের পাশাপাশি আয়োজন করা হয়েছিল আমেরিকান ব্যালের। বিশাল তিনতলা থিয়েটার হল। কয়েক হাজার লোক একসঙ্গে বসে সে থিয়েটার উপভোগ করতে পারেন। সেখানেও দেখলাম, কোট, ওভারকোট, জ্যাকেট, জমা রাখার জন্য আছে ডজন ডজন মহিলা কর্মী, কর্মসংস্থানের জন্যই এ আয়োজন।

সে থিয়েটারে আমেরিকান ব্যালেতে যা দেখানো হল, তাতে মার্কিন সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপই প্রতিফলিত হয়েছে- সেখানে সংসার ভেঙে যায়, পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ, মেয়েদের মর্যাদা দেয়া হয় না- এমন বক্তব্য। তাতে মনে হল, সোভিয়েট নীতি-নির্ধারকরা নতুন চিন্তার কথা বললেও সমগ্র সমাজে তার বিস্তার ঘটেনি। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও চলছে পুরানো রীতিতেই। সেখানে এখন 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ' বিরোধিতাই প্রধান হয়ে আছে।

তবু বলতেই হবে, সোভিয়েট ইউনিয়নে খাওয়া-দাওয়া, ফুয়েল এবং পরিবহণ খুবই সস্তা। খাওয়া-দাওয়া এত সস্তা যে, এক রুবলে (সরকারীভাবে এক মার্কিন ডলারের সমান ১.৬ রুবল, কালো বাজারে ২৫ থেকে ২৮ রুবল) এক বেলা ভালভাবে খাওয়া যায়। এক কোপেকে (একশ' কোপেকে এক রুবল) অন্তত এক কাপ চা কেনা যায়। অবশ্য খাদ্য যদি পাওয়া যায়।

আমাদের এক সতীর্থ বিয়ে করেছেন সোভিয়েট ইউনিয়নে, ওখানে পড়তে গিয়ে। তিনি ইন্সটিটিউটের ক্যান্টিন থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী কিনে প্যাকেট করে নিয়ে গেছেন শ্বশুর বাড়ী। বললাম, এগুলো নিচ্ছ কেন? উনি বললেন, বাইরে এগুলো পাওয়া যায় না। সে কারণেই সকল খাদ্যের দোকানে, সবজির দোকানে, সিগারেটের দোকানে এত দীর্ঘ দীর্ঘ লাইন। শ্বশুর বাড়ীর জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে খাদ্যের চেয়ে বড় উপহার আর কিছু নেই।

www.pathagar.com

তেমনি সস্তা মেট্রো। মাত্র পাঁচ কোপেক বাক্সে ফেলে সারা দিন মেট্রোতে ঘোরা যায়। ঢোকার পথে কেউ যদি বাক্সে পয়সা না ফেলে, তবে গেটের লোহার দরজায় স্বয়ংক্রিয় প্রতিবন্ধক এসে যাত্রীর গতিরোধ করে। জ্বালানি তেলের দামও নামমাত্র। সোভিয়েট ইউনিয়নে বাজার অর্থনীতি চালুর যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, এই দাম তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

তা হলে দাম বাড়াচ্ছেন না কেন? জানতে চাইলাম রুশ বুদ্ধিজীবীদের কাছে। তারা বললেন, দাম বাড়ানো দরকার, দরকার উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিক্রি মূল্য। কিন্তু তাতে কম আয়ের লোকেরা মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হবেন।

তাদের আয়ও বাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, আমাদের অর্থনীতির এখনও সে শক্তি হয়নি। খাদ্যে, পরিবহণে এই ভরতুকি বজায় রেখে কিভাবে তারা বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করবেন, সে সম্পর্কে কেউ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না।

মস্কোতে আর একটি জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে খুব। তা হল, যে কোন বিনোদন কেন্দ্রে অর্থাৎ থিয়েটার, সার্কাস, কনসার্ট হল প্রায় সর্বত্র দেয়াল জুড়ে বিশাল বিশাল সব আয়না লাগানো আছে। কার্যত এসব আয়না লাগানো হয়েছে মেয়েদের সাজসজ্জার জন্য। হলে এসে জ্যাকেট ওভারকোট জমা দিয়ে মেয়েরা আয়নার সামনে বসে যত্ন সহকারে মেকআপ নেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর স্বামী কিংবা প্রিয়তমের সঙ্গে ধীর পায়ে হলে ঢোকেন। রূপচর্চার এই দৃশ্য পশ্চিম ইউরোপের কোথায়ও চোখে পড়েনি।

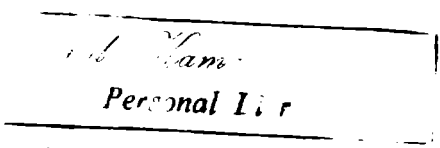

৫. সকল নষ্টের মূল 'নটোরিয়াস সোশালিস্ট সিস্টেম'

সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ১৯৮৫ সালে। ১৯৮৭ সালে সোভিয়েট রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় সংস্কারের প্রস্তাবনা দিয়ে মিখাইল গরবাচেভ 'পেরেস্ত্রৈকা' বই লিখে পশ্চিমা দুনিয়ায় তোলপাড় তোলেন। সেই পেরেস্ত্রৈকা'য় চমৎকার চমৎকার সব শান্তির কথা বলা হয়েছে। এই শান্তি প্রস্তাবে পশ্চিমী দুনিয়ায় সাড়াও মিলেছে প্রচুর। যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল বৃহৎ শক্তি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে গরবাচেভের প্রস্তাব। তার কারণ

www.pathagar.com

একটাই– সোভিয়েট অস্ত্রাগারে সংরক্ষিত পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র। পরমাণু অস্ত্র অন্য সকল প্রচলিত যুদ্ধ উপকরণকে ম্লান করে দিয়েছে। এ শক্তির প্রয়োগে পারস্পরিক ধ্বংস অনিবার্য– এ সত্য দুই পরাশক্তি ও সকল বৃহৎ শক্তি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছে। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এই পরিস্থিতির নাম দিয়েছেন পারস্পরিক নিশ্চিত ধ্বংস (মিউচুয়াল অ্যাশিওরড ডেস্ট্রাকশন, সংক্ষেপে ম্যাড)। সোভিয়েট ইউনিয়নেরও এই মুহূর্তে সকল দরকষাকষি শক্তির উৎস তার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারই। যদিও উভয়েই জানে, এই শক্তির প্রয়োগ পরস্পরের স্বার্থেই অসম্ভব। ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের দরকষাকষির শক্তি এখন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি উভয় পরাশক্তি এ–ও নিশ্চিত করতে চেয়েছে যে, পৃথিবীর আর কোন ছোট রাষ্ট্র যাতে পারমাণু অস্ত্রের মালিক না হতে পারে। তাতে বিশ্বব্যাপী এই দুই শক্তির আধিপত্য হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রেও সোভিয়েট আধিপত্য বা প্রভাব এখন বিলীয়মান।

পৃথিবীর দুই পরাশক্তি সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই। সেই প্রতিযোগিতা ব্রেজনেভের শাসনামল পর্যন্ত পুরোদমে চলতে থাকে।

সোভিয়েট অর্থনীতিতে যে ধস, তারও কারণ এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সকল শক্তি নিয়োগ করে সমরাস্ত্র শিল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমরাস্ত্রে তার দক্ষতাও নিশ্চিত করে। তারপর বিশ্বব্যাপী প্রভাব বলয় বিস্তারের জন্য সমরাস্ত্রের মানের চেয়ে পরিমাণের দিকে অধিক মাত্রায় মনোনিবেশ করে মস্কোর নেতৃবৃন্দ। সারা পৃথিবীর সোশ্যালিস্ট–কম্যুনিস্টদের ক্ষমতায় আসীন করার জন্য বিনামূল্যে দিতে থাকেন অস্ত্রের চালান। এই বিনা পয়সার অস্ত্র বাণিজ্য সোভিয়েট অর্থনীতির মূল ধরেই নাড়া দিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নতি সাধনে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি উৎপাদনেও গতি আনতে পারেনি। তার ধাক্কা এসে লেগেছে নব্বই–এর দশকে।

মস্কোর প্রাচ্য দেশীয় ইন্সটিটিউটের ছাত্রদের সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে। বিশাল বাড়ী। কিন্তু অন্ধকার। করিডোর এত সরু যে দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারে না। ফ্লোরে কার্পেট নেই। মেঝের পলেস্তরা উঠে গেছে বহু স্থানে। ভবনের ভেতরে অলি–গলি পেরিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটি কক্ষে। সেখানে জীর্ণ কাঠের টেবিল, তার ওপর পলিথিনের ঢাকনা দেয়া। ফের বলব, পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় অপরিচ্ছন্ন।

আমরা বসলাম প্রাচ্য দেশীয় ইন্সটিটিউটের ছাত্রদের মুখোমুখি। তারা ইংরেজী জানে। কেউ পড়ে তুর্কী ভাষা, কেউ সংস্কৃত, কেউ আরবী। এদের পররাষ্ট্র বিষয়ে ক্যাডার হিসাবে তৈরি করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ওরা কথা বললেন স্পষ্ট করে, যুক্তি দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, সোভিয়েট ইউনিয়নের সাম্প্রতিক পরিবর্ত সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি? তারা বললেন, এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সুপার পাওয়ারের হাওয়াই গৌরবের চেয়ে ভালভাবে বেঁচে থাকা অনেক বেশী জরুরী। পৃথিবীতে গরবাচেভ রেজিম–এর আগ পর্যন্ত ছিল বাইপোলার রিলেশনশীপ। অর্থাৎ দুই–কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। পৃথিবীর প্রভাব বলয়ের এক দিকে ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন, অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্র। এই দুই পরাশক্তিকে ঘিরে আবর্তিত হত গোটা পৃথিবী। কিন্তু এখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সে শক্তি ও সামর্থ্য হারিয়ে ফেলায় বিশ্ব সম্পর্ক হয়েছে এককেন্দ্রিক অর্থাৎ মনোপোলার– যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরে। তারা বললেন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। 'আমরা সোভিয়েট অর্থনীতির উন্নতি চাই, তার জন্য পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করা দরকার। আমাদের উৎপাদনমুখী শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নতি ও প্রসার দরকার। আমরা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক চাই।'

জানতে চাইলাম, পূর্ব ইউরোপ হাতছাড়া হতে দেয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে? ওরা বললেন, নিশ্চয়ই হয়েছে। একটি স্বাধীন দেশের ওপর আমাদের খবরদারি করতে হবে কেন? ঐ ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং–এ ছিলেন পোল্যান্ড ও চেকোস্লাভাকিয়ায়। তারা বললেন, এর কোন মানে আছে? পোল্যান্ডে দেখেছি, সেখানে যত না লোক ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল সোভিয়েট ট্যাংক। সেখানকার মানুষ আমাদের পছন্দ করত না। কারও সঙ্গে কথা বলা যেত না। সে ছিল এক অসহ্য জীবন। এর কোন মানে হয় না।

আমরা জানতে চাইলাম, আজকের সোভিয়েট অর্থনীতির যে করুণ চেহারা তার কি কারণ বলে আপনারা মনে করেন? ওরা সবাই প্রায় সমস্বরে বললেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে সকল নষ্টের মূল ঃ 'নটোরিয়াস সোশালিস্ট সিস্টেম। এই কুখ্যাত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থা, ধ্বংস করে দিয়েছে উদ্যম, ধ্বংস করে দিয়েছে মানুষের কর্মস্পৃহা। এর অবসান না ঘটাতে পারলে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরিত্রাণ নেই।'

কিভাবে বদলাবেন সমাজ?

তারা বললেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে। কিন্তু সেখানেও সঙ্কট প্রকট। সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন কয়েক শ' রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এখনও এককভাবে কম্যুনিস্ট পার্টি সবচেয়ে বড় দল। তাদের জনসমর্থন এখন শতকরা ২০ ভাগের মত। এত জনসমর্থন এককভাবে অন্য কোনো পার্টির নেই। ফলে কম্যুনিস্ট পার্টিকে হটিয়ে দেয়াও বেশ দুরূহ ব্যাপার।

মস্কোর সাধারণ মানুষের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলা দুষ্কর। ইংরেজী জানেন, পথে ঘাটে এমন লোক খুঁজে পাওয়া দায়। ইংরেজী শিক্ষার ওপর

www.pathagar.com

সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনও তেমন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। ইংরেজী ভাষা শিক্ষাও পরিকল্পিত। সাধারণত ডিপ্লোম্যাট এবং কেজিবির লোকেরা ইংরেজী জানে। দোভাষী যারা ইংরেজী জানে, তাদের সঙ্গে যে কেজিবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, সে কথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ফলে পশ্চিমা দুনিয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের খুব গভীর যোগাযোগ নেই। কিন্তু যেসব তরুণ ইংরেজী শিখছেন, তারা জানতে পারছেন ইউরোপ আমেরিকার জীবনধারা। সোভিয়েট টেলিভিশনে পশ্চিম ইউরোপের টিভি অনুষ্ঠানও দেখা যায়। ফলে পশ্চিমের মুক্ত জীবন সম্পর্কে আগ্রহ বেড়ে গেছে অনেক। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, ১৭ থেকে ২৭ বছর বয়সের শতকরা ৯৮ ভাগেরও বেশী যুবক দেশ ত্যাগ করতে চায়। চলে যেতে চায় আমেরিকায়। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? ইন্সটিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস–এর অধ্যাপকরা বললে, হতাশা। এই হতাশা দূর করার উপায় কি? তারা বললেন, সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। সেই পরিবর্তনের পদ্ধতি পেরেস্ত্রৈকা।

এই পেরেস্ত্রৈকা প্রবর্তন নিয়েও মতভেদ আছে। ইন্সটিটিউটের তরুণ অধ্যাপকগণ পেরেস্ত্রৈকা বা সংস্কার নীতির পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রবীণরা বলে, এই নীতি প্রবর্তনের এখনও সময় হয়নি।

তারা বারবার বলেছেন, এই সংস্কার সাধনের পথে যে এত প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে, সে কথা তারা আগে বুঝতে পারেননি। আর এইসব প্রতিবন্ধকতার সবই আসছে পার্টির কট্টরপন্থীদের মধ্য থেকে। এই সমস্যা নিয়ে সঙ্কটে আছেন রুশ বুদ্ধিজীবীরা।

বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি নিয়ে কি করবেন? এখানে একটু দম নিলেন তারা। বললেন, জোর করে কাউকে বশে রাখা আমাদের নীতি নয়। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি যদি মনে করে, তারা থাকতে চায় না সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভেতরে, তা হলে তাদের সে অধিকার থাকা উচিত। একই সঙ্গে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোরও ভাবা উচিত, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে থাকাই তাদের জন্য লাভজনক।

কিন্তু এই যদি অবস্থা হয়, তা হলে মস্কো কেন সৈন্য পাঠালো লিথুয়ানিয়ায়। সেখানে কেন ঘটল এত রক্তপাত, এত মৃত্যু? এই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেন সবাই।

প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের পেরেস্ত্রৈকা সারা বিশ্বে যে আলোড়ন তুলেছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেতরে সে আলোড়ন বড় সামান্য। প্রায় সকলেই বলেছেন, দলীয় আমলাতন্ত্রই এই সংস্কারের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।

www.pathagar.com

আমাদের সফরের প্রস্তুতি পর্বে হেগ–এর ইন্সটিটিউট অব সোশাল স্টাডিজ–এ এসেছিলেন প্রফেসর আনাতোলি বুশিগিন মস্কোর আইএসএস (ইন্সটিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস)–এর প্রতিনিধি হিসাবে। তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে, পরিবর্তন সম্পর্কে, সংস্কার সম্পর্কে, আমরা যে কোন প্রশ্ন করতে পারব। সে প্রশ্নের প্রস্তুতিও ছিল আমাদের। কিন্তু প্রফেসর বুশিগিনও সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন বলে মনে হল না। সকাল–বিকাল দুটি সেশনে বিভক্ত ছিল আমাদের আলোচনা। একটি প্রশ্ন করলে, তার জবাবে ৬/৭ জন প্রফেসর অবিরাম ১৫/২০ মিনিট করে বক্তৃতা দিয়ে দু'ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন। তারপর বলতেন, এখন লাঞ্চের টাইম। তোমরা নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। বিকালের সেশনে কথা হবে। আমরা বললাম, আমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব পাচ্ছি না। একই কথা এত জনে বলার প্রয়োজন কি? তারা বললেন, তোমাদের ধারণা সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য।

এর মাঝখানে পুরানো আদর্শের প্রবক্তা হয়ে বক্তৃতা দিতেন পার্টি সদস্য প্রবীণ অধ্যাপকরা। তাদের থামানোর ক্ষমতা কারও ছিল না। ফলে মস্কোর পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশ প্রশ্নেরই তেমন কোন সঠিক জবাব পাওয়া যায়নি।

তা হলে পেরেস্ত্রৈকার ভবিষ্যৎ কি?

তরুণ অধ্যাপকরা বললেন, খুব দ্রুত রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক সংস্কার অসম্ভব। কিন্তু যে ফ্লাডগেট ওপেন করেছেন, তা নিয়ন্ত্রণ করবেন কিভাবে? ওরা জানেন না। তাদের ধারণা, সোভিয়েট সমাজে পেরেস্ত্রৈকা কার্যকর করতে কমপক্ষে আরও ১০ বছর সময় লাগবে। কিন্তু ততদিন সোভিয়েট সমাজ টিকলে হয়। এ আশঙ্কা তাদেরই, আমার নয়।

৬. ভেঙে যাচ্ছে বিশ্বাস ঃ উধাও ভিসা

সোভিয়েট ইউনিয়নে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এখন প্রকট। সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ বনাম রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন। আমরা মস্কো পৌছবার আগেই ইয়েলৎসিন পদত্যাগ দাবী করেছিলেন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের। সে নিয়ে তুমুল কান্ড। তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন রুশ

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন। কিন্তু ইয়েলৎসিন তার বক্তব্যে অবিচল ছিলেন। তিনি তার শক্তি প্রমাণ করার জন্য ৮ মার্চ মস্কোয় ক্রেমলিন দেয়ালের পাশে কয়েক লাখ লোকের এক সমাবেশের আয়োজন করেন তার পক্ষে। না, সে বিক্ষোভ দেখতে আমরা ক্রেমলিন যেতে পারিনি। পরদিন রুশ ভাষার পত্রিকায় ছবি দেখে এর ওর কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম সে বিক্ষোভের কথা। সে দড়ি টানাটানিতে এখন একটা আপোস রফায় পৌঁছে গেছেন গরবাচেভ আর ইয়েলৎসিন।

সোভিয়েট সমাজে রাজনৈতিক সংস্কারের ধাক্কায় এখন গীর্জায় ভিড় বেড়েছে। ইতিপূর্বে বহু গীর্জাই করা হয়েছিল স্টোর রুম, খেলার প্রাঙ্গণ বা অন্য কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে ক্রমান্বয়ে। যেখানেই গীর্জার পাশ দিয়ে গেছি, দেখেছি মানুষের ভিড়। গীর্জার সামনে মোমবাতির দোকান। কোথায়ও কোথায়ও চায়ের দোকানও দেখেছি। একটি প্রাচীন গীর্জার ভেতরে গিয়েছিলাম। দেখলাম হাজার হাজার লোক পাদ্রীর বক্তৃতা শুনছে। সেখানে ঢুকতে এবং বেরোতেই আধা ঘন্টা সময় লাগল। নারী-পুরুষ-শিশু, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই গীর্জায় দাঁড়িয়ে শুনছেন ধর্মীয় বাণী।

এবং সেখানে আর একটি অভাবনীয় কান্ড ঘটেছিল। ভিড়ের মধ্যে আমাদের এক সতীর্থের হিপ-পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ তুলে নেবার চেষ্টা করেছিল একজন রুশ পকেটমার।

গীর্জার পাশে একটা ফাঁকা জায়গা। রুশ যুবক-যুবতীরা বিয়ে করে এখানে এসে শ্যামপেনের বোতল খোলে। বরের পরনে থাকে স্যুট। কনের পরনে প্রচন্ড শীতেও শুধুই একটা সাদা গাউন। সামান্য উৎসব শেষে বরেরা কনেদের কোলে তুলে নিয়ে গাড়ীতে ওঠায়। বহু লোক ভিড় করে সে দৃশ্য দেখে। মস্কোতে প্রতিদি ৬০০ দম্পতি বিয়ে করে, প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করে ৩০০ শিশু।

আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি কনসার্ট হলে। সেখানে যিনি বাজালেন, তার যন্ত্রসঙ্গীতেরও বক্তব্য ছিলঃ যিশু আমাদের প্রভু, তিনিই আমাদের রক্ষা করতে পারেন। হাজার হাজার মানুষ কনসার্ট হলে অভিভূত হয়ে শুনলেন সেই সঙ্গীত। করতালি দিয়ে ঘর্মাক্ত বাদককে ফিরিয়ে আনলেন তিনবার। শ্রোতারা ফুল দিয়ে সম্মানিত করলেন তাকে। এই অনুষ্ঠানের শ্রোতারা কোন ইনকাম গ্রুপের লোক জানতে চাইলাম আমাদের গাইডের কাছে। তিনি বললেন, নিম্ন আয় এবং যুবক শ্রেণীই সাধারণত এই কনসার্টের শ্রোতা।

মস্কোর ইন্সটিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস-এ অধ্যয়নরত আফ্রিকান ও ইরাক-সিরীয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হল। ইরাক এবং সিরিয়ার ছাত্ররা ভাল

www.pathagar.com

আছেন। ওদের চলনে-বলনে মনে হল, অন্তত অর্থকষ্টে নেই তারা, পয়সা স্বদেশ থেকেও সম্ভবত আসে। কিন্তু আফ্রিকান শিক্ষার্থীরা বললেন, যা পয়সা পাই, খাওয়া-দাওয়া চলে, আর কিছু হয় না। আগেই উল্লেখ করেছি, এসব ছাত্রছাত্রী আসেন সংশ্লিষ্ট দেশের কম্যুনিস্ট বা সোশালিস্ট পার্টির মাধ্যমে। ওসব দেশের অনেক সরকারই তার খবর রাখেন না। কেমন করে সম্ভব? আমার এক তানজানীয় বন্ধু শেষ দিন বললেন, 'দেখো, আমরা কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর করিনি। কোন প্রমাণ পাবে না। পাসপোর্ট ভিসার কোন চিহ্নও থাকবে না।'

যাই হোক, আমরা জানতে চাইলাম, সোভিয়েট ইউনিয়নের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন কেমন করে ছাত্র-ছাত্রী বাছাই করবেন এই ইন্সটিটিউটিরে জন্য? তারা ঠিক জবাব দিতে পারলেন না। বললেন, আমরা সরকারের মাধ্যমেও শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে পারি।

তবে বহু দেশের সরকার পার্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচনকে সহজ চোখে দেখে না। সে জন্য সোভিয়েট সরকার ভিন্ন ব্যবস্থা করেছিল পাসপোর্ট-ভিসা সিস্টেমে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সংস্কারের ধ্বনি উঠলেও এসব ব্যবস্থায় তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি বলেই মনে হল। তার প্রমাণ মিলল ফেরার পথে বিমান বন্দরে।

ফেরার পথে ব্যাগেজ চেক করার সেই দীর্ঘসূত্রী প্রক্রিয়া। ভাল করে টিপে টিপে সব কাগজপত্র পরীক্ষা। মুখে জেরা, কী কী কিনেছেন, কী কী নিচ্ছেন? ওমুক ওমুক জিনিস নিচ্ছেন কিনা সঙ্গে? গিফট আইটেম কি আছে? কেউ কিছু গিফট দিয়েছে কি? দিলে তিনি কে, তার ঠিকানা কি এমনি সব হাজারো প্রশ্ন।

চেকিং পেরিয়ে ইমিগ্রেশন। ইমিগ্রেশনের ভদ্রলোক আরও গম্ভীরমুখো। তিনি কয়েক ডজন বার পাসপোর্টের ছবি আর চেহারা মিলালেন। পাসপোর্টের প্রতিটি পাতা মনোযোগের সঙ্গে বারবার পরীক্ষা করলেন দশ পনের মিনিট ধরে। গম্ভীর দৃষ্টি। তারপর ছাড়পত্র।

মস্কোর ভিসা পাসপোর্টে সিল দিয়ে অনুমোদন করা হয় না। এ ফালি সাদা কাগজে এই ভিসার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। প্রবেশের সময় ওই সাদা কাগজের ওপরই সীল দেয়া হয়। বেরোবার সময়ও সাদা কাগজে সীল।

ইমিগ্রেশনের ভদ্রলোক মিনিট পনের চেক-টেক করে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিলেন আমার হাতে। পাসপোর্ট খুলে দেখলাম ভিসার সেই কাগজটি নেই এবং পাসপোর্টের কোন পাতায় কোন সীলও নেই। ভদ্রলোককে বললাম, 'পাসপোর্টে একটা সীল দিয়ে দিলে ভাল করতেন। আমি যে সোভিয়েট ইউনিয়নও সফর করেছি তার তো কোন প্রমাণ রইল না।' ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তার কোন প্রয়োজন নেই।'

www.pathagar.com

আমাদের সফরসঙ্গী আফ্রিকান একজন তার অভিজ্ঞতা থেকে বললেন, এটাই নিয়ম। এরা তো বহু দেশ থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির মাধ্যমে লোক আনে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সরকার এটা সহ্যও করে না। এরা যখন অকম্যুনিস্ট দেশ থেকে কোন লোককে সোভিয়েট ইউনিয়নে আনতে চায়, তখন প্রথমে অন্য একটা দেশে নেয় ট্যুরিস্ট ভিসা দিয়ে। প্রয়োজনে ব্যবস্থা করে একাধিক টিকিটের। তারপর সেখান থেকে মস্কো নিয়ে যায়। পাসপোর্টে যাতে মস্কো ভ্রমণের কথা লিপিবদ্ধ না থাকে সে জন্যই এ আয়োজন। ফলে এটাই নাকি এখন সাধারণ নিয়ম।

ইমিগ্রেশন পেরিয়ে আমরা গিয়ে উঠলাম এরোফ্লোটের বিমানে। বিমান এক ঘন্টা লেট। আসার দিনও একই ঘটনা ঘটেছিল, যাত্রীরা এসে পৌছেনি বলে এরোফ্লোটের বিমান ছেড়েছিল এক ঘন্টা পরে। ফেরার পথেও ঘটল একই ঘটনা। মস্কো থেকে আমস্টারডাম তিন ঘন্টার সরাসরি ফ্লাইট। চমৎকার ল্যান্ডিং করলেন পাইলটরা।

না ঘটনার এখানেই শেষ নয়। দেখার আরও একটু বাকী ছিল। আমরা হল্যান্ডের শিফল বিমানবন্দরে ব্যাগ চেক করতে গিয়ে দেখলাম, কমপক্ষে তিনটি ব্যাগের তালা ভাঙা। ভেতর থেকে হারিয়ে গেছে ক্যামেরা, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী, জামা-কাপড়। আমাদের সকল ব্যাগেজ হল্যান্ডে ইনশিওর করা ছিল। ঢাকা বিমান বন্দরেরও এ ধরনের লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে। কিন্তু মস্কোতেও এ ঘটনা ঘটতে পারে, সে কথা কল্পনাও করতে পারিনি।

এভাবেই সোভিয়েট সমাজের সকল বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে রাজনীতির ক্ষেত্রে, বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে, বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে আদর্শেরও। এই ভাঙনের পালা কবে যে শেষ হবে, সে কথা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারেন না।

www.pathagar.com

৭. সোভিয়েট ইউনিয়নে অভ্যুত্থানকারীরা বাড়িয়ে গেছেন মানুষের দুর্ভোগ

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে গেছে। সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ পুনর্বাসিত হয়েছেন। কিন্তু কি দিয়ে গেলেন অভ্যুত্থানের নেতারা? তারা কি অভ্যুত্থানকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি? তারা কি জানতেন না, মস্কোতে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে সাধারণ মানুষের মধ্যে? সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ তারা দমন করবেন কীভাবে? তা কী ভেবেছিলেন? তারা বোধহয় ভেবেছিলেন, এর কিছুই হবে না। ট্যাংক নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লে কিছু গোলাগুলি চালালেই পেরেস্ত্রৈকার শিক্ষায় অভিষিক্ত তরুণ সমাজ ঘরে ফিরে যাবে সুড়সুড় করে। তাদের সে ধারণা সত্য হয়নি।

মস্কোতে ১৭ থেকে ২৭ বছর বয়স্ক যুবকদের মধ্যে জরিপ পরিচালনা করেছিল সেখানকার এক জরিপ সংস্থা। সেই জরিপে দেখা গেছে ওই বয়সের শতকরা ৯৮ ভাগ যুবক সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে চায়। এই যুবকদের সাথে আলোচনা করতে গেলে তারা আমাকে বলেছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল দুর্দশার মূল 'নটোরিয়াস সোশালিস্ট সিসটেম'। সেখানে খোলা নীতি, মুক্ত আলোচনার এই পরিবেশ। যেখানে সমাজতন্ত্রের প্রতি এই মনোভাব, সেখানে কট্টরপন্থীদের ভবিষ্যৎ যে ভাল হতে পারে না, সেকথা সামরিক অভ্যুত্থানের নেতারা উপলব্ধি করতে পারেননি। আর তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঘটেছে সামরিক অভ্যুত্থানকারীদের। জনপ্রতিরোধের মুখে তাদের বিদায় নিতে হয়েছে দৃশ্যপট থেকে।

সামরিক অভ্যুত্থানের নেতারা যদি অভ্যুত্থান সফল করার জন্য উদারনৈতিক সংস্কারপন্থী রাজনীতিবিদদের হত্যা করেও শুরু করতেন, তা হলেও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তেন। তারা হয়ত বল প্রয়োগের মাধ্যমে, রক্তপাতের মাধ্যমে বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা নস্যাৎ করে দিতে

www.pathagar.com

পারতেন। আর তাদের হয়ত আশা ছিল, সেভাবেই বেশীর ভাগ লোকের সমর্থন আদায় করে নেবেন এবং ক্ষমতা সংহত করবেন।

এছাড়াও তারা হয়ত ভেবেছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল তাদের সমর্থন জানাবে। এই কায়েমী স্বার্থবাদী মহল হল কম্যুনিস্ট পার্টির আমলাতন্ত্র। পেরেস্ত্রৈকা নীতি গ্রহণ করার ফলে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির আমলাতন্ত্র চাপের মুখে পড়েছে। তবে এখনও সোভিয়েট ইউনিয়নে কম্যুনিস্ট পার্টিই সবচেয়ে বড় এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল। পার্টির প্রতি সমর্থন আছে এখনও শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগ লোকের। সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের এত বেশী একক জনসমর্থন নেই। এদের ওপরও সম্ভবত নির্ভর করতে চেয়েছিলেন অভ্যুত্থানকারীরা। কিন্তু তারপর?

সোভিয়েট অর্থনীতির চিত্র খুবই করুণ। প্রায় প্রতিটি জিনিসের জন্যই দেখেছি মস্কোর রাস্তায় দীর্ঘ দীর্ঘ লাইন। সোভিয়েট মেট্রোর সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে নারী-পুরুষরা সাৎ করে যে কোন একটি লাইনে দাঁড়িয়ে যান। তিনি জানেন না প্রায় এক কিলোমিটার, আধাকিলোমিটার লাইনের সামনে কী বিক্রি হচ্ছে। তার হয়ত প্রয়োজন জুতা, লাইনের শেষ মাথায় গিয়ে দেখলেন বাঁধাকপি বিক্রি হচ্ছে-কিংবা বিক্রি হচ্ছে সিগারেট। কখনও কখনও আবার এমনও ঘটে যে, লাইনের মাঝখানে থাকতেই দেখা যায়, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে, মালামাল শেষ। তবু মস্কোর ইন্সটিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস-এর প্রফেসর আনাতোলি বুশিগিন বলেছিলেন, এসব দেখে ঘাবড়ে যেও না। সোভিয়েট মানুষেরা খুব কষ্টসহিষ্ণু, তারা ধৈর্য ধরতে জানে।

প্রায় পঁচাত্তর বছরের কম্যুনিস্ট শাসনে সোভিয়েট মানুষের মধ্যে এই কষ্টসহিষ্ণু মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে।

সোভিয়েট অর্থনীতির যে হাল তাতে জীবনমান ক্রমশই পড়ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় ৩২ কোটি মানুষের মধ্যে পাঁচ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। এদের সংখ্যা বাড়ছেই প্রতিদিন। কেননা সোভিয়েট উৎপাদন ব্যবস্থা একেবারে স্থবির হয়ে পড়েছে। এই স্থবিরতা অভ্যন্তরীণভাবে কাটিয়ে ওঠা, কিংবা অভ্যন্তরীণ সম্পদের মাধ্যমে মোকাবিলা করা এখন এক রকম অসম্ভব।

সোভিয়েট সামরিক অভ্যুত্থানের নেতারা যদি সফল হতেন, তা হলেও তাদেরকে পশ্চিমের সাহায্যের জন্য হাত পাততেই হত। কেননা এখন দিগ্বিজয়ের দিন শেষ হয়ে গেছে। ইউরোপ-আফ্রিকা-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকা থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের আর পাবার কিছু নেই। বরং এসব স্থানে সৈন্য ও প্রভাব পুষতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এখন সে সামর্থ্য

www.pathagar.com

তাদের নেই। সরাসরি সৈন্য পাঠিয়ে দেশ জয় করে শোষণ করারও পথ নেই বর্তমান দুনিয়ায়। সম্ভবত এই ব্যাপারটির প্রতি সচেতন ছিলেন অভ্যুত্থানের নেতারা। তাই তারা বলেছিলেন, গরবাচেভের সংস্কারনীতি অব্যাহত থাকবে।

সোভিয়েট অর্থনীতির আজ যে করুণ দশা, তার দায়িত্ব মিখাইল গরবাচেভের নয়। তার পূর্ববর্তী সরকারসমূহের আমল থেকেই এই ধস শুরু হয়েছিল। মিখাইল গরবাচেভ সে সত্য প্রকাশ করেছেন মাত্র। সেই ধস রোধ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন খোলাখুলিভাবে। একদিকে উৎপাদনে বন্ধ্যাত্ব, তার ওপর আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির অভাব সোভিয়েট ইউনিয়নকে পিছিয়ে দিয়েছে অনেক দূর। এর সব কিছুর জন্যই আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের দরকার পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য। সেই সাহায্য পাবার জন্যও সোভিয়েট ইউনিয়নকে বাজার অর্থনীতির দিকে যেতে হবে। সে সত্য গরবাচেভ উপলব্ধি করেছিলেন ভালভাবেই। কিন্তু খাদ্যে ও পরিবহণ খাতে সোভিয়েট ভর্তুকির মাত্রা এত বেশী যে, এটা তুলে নিলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে হবে বিপুল মাত্রায়। শ্রমিকের বেতন বাড়াতে হবে কয়েক গুণ; আর এই প্রক্রিয়ায় হয়ত ১০-১৫ কোটি মানুষের জীবন মান চলে যাবে দারিদ্র্যসীমার নিচে। বেকার হয়ে পড়বে ৩০-৪০ শতাংশ মানুষ। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা অত্যন্ত কৃত্রিম।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে বাজার অর্থনীতি ও প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্য খুব সহজ কাজ নয়। এ অবস্থায় পশ্চিমা দুনিয়ার আস্থা অর্জনের জন্য অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ। সে ক্ষেত্রে তিনি অনেকখানি সফলও হয়েছিলেন বলা যায়।

কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থান সে আস্থার পরিবেশ নষ্ট করে দিয়ে গেল। অভ্যুত্থানকারীরা প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন, রাজনীতিকরাই শেষ কথা নয়, প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে রাস্তায় নামতে পারে সকল আয়োজন নস্যাৎ করে দিতে।

এতে শিল্পোন্নত দেশের বিনিয়োগকারীরা বিষয়টি নতুন করে ভাববেন সন্দেহ নেই। মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় হাইওয়েতে পশ্চিমা প্রযুক্তির, ইলেকট্রনিক্স বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যে বড় বড় সাইনবোর্ড দেখেছি, সেগুলো তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে হয়ত আরও অনেকদিন। বিলম্বিত হবে সেসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মিখাইল গরবাচেভকে প্রমাণ করতে হবে যে, সেনাবাহিনী আর কোনদিন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না। আর সেকথা প্রমাণ করার জন্য হয়ত তাকে সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে। সে কাজটিও খুব সহজ হবে এবং তারও কোন

www.pathagar.com

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকবে না, এমন আশা করা মুশকিল। অর্থাৎ মিখাইল গরবাচেভকে বা অন্য কোন সোভিয়েট নেতাকে আবার শুরু করতে হবে অনেকখানি পেছনে থেকে। ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'ধৈর্যশীল' মানুষদের আরও অতিরিক্ত কয়েক বছর ধৈর্য ধারণ করতে হবে বাজার অর্থনীতির সুফল ভোগ করার জন্য।

সোভিয়েট সমাজকাঠামো আর মানুষের মনোভাব, অর্থনৈতিক প্রকৃতি দেখে আমার মনে হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নে মুক্ত অর্থনীতি চালু করতে আরও দশ থেকে পনের বছর সময় লাগবে। আমার এই ধারণার সঙ্গে মস্কোতে একমত হয়েছিলেন সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের সামরিক অভ্যুত্থানের নেতারা এই কষ্টকর পথ আরও বেশ খানিকটা দীর্ঘই করে দিয়ে গেছেন, বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন সোভিয়েট সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের মাত্রা।

www.pathagar.com

মস্কোর আইএসএস–এর সামনে হেগ আইএসএস দল

ক্রেমলিন প্রাঙ্গণে লেখক